শ্রীলেখা পিকচার্সের
নিবেদন!
সাঁঝের প্রদীপ
কাহিনী:
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
PHOTO ARTS.
• শ্রীলেখা রিলিজ •

সাঁঝের প্রদীপ

পরিচালনা : **সুধাংশু মুখার্জ্জী**

কাহিনী : **প্রভাবতী দেবী সরস্বতী**
সংলাপ ও চিত্রনাট্য : **মনি বর্ম্মা**
চিত্রশিল্পী : দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দযন্ত্রী : পরিতোষ বসু
সম্পাদক : সুকুমার মুখোপাধ্যায়
আলোক নিয়ন্ত্রণ : বিমল দাস
অর্কেষ্ট্রা : দীনেশচন্দ্র চন্দ ও সম্প্রদায়

গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত
সঙ্গীত : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশ : মদন গুপ্ত
ব্যবস্থাপক : কুমুদরঞ্জন ব্যানার্জ্জী
রূপসজ্জা : সুধীর দত্ত
প্রচার পরিচালনায় : রঞ্জিৎকুমার মিত্র
পটশিল্পী : অমিতাভ বর্দ্ধন

নেপথ্যে কণ্ঠদান—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী বোস, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : দিলীপকুমার দাশগুপ্ত
পরেশ ব্যানার্জ্জী
সুনীল মুখার্জ্জী
চিত্র-গ্রহণে : দেবেন দে
ভবতোষ ভট্টাচার্য্য
শব্দ-ধারণে : সোমেন চ্যাটার্জ্জী
অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ

সম্পাদনায় : অমরেশ তালুকদার
রূপ সজ্জায় : সুরেশ, সন্তোষ, শঙ্কর
শিল্প-নির্দ্দেশনায় : নিতাই মজুমদার
মাণিক চ্যাটার্জ্জী
কারুশিল্পে : দুর্গা, হীরালাল, লক্ষ্মণ ও
দৈতারী
আলোক-সম্পাতে : অমূল্য, নরেশ,
হরি সিং, নিরঞ্জন

স্থিরচিত্র ও প্রচারশিল্পী : **ফটো আর্টস্**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : **সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার**

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
হাউসটোন অটোমেটিকে পরিস্ফুটিত

পরিবেশক : **শ্রীলেখা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স**
৬নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১

কাহিনী

বালিগঞ্জের বিরাট অট্টালিকার মালিক মিষ্টার বোস সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন ধনী ব্যক্তি। তাঁর দুই মেয়ে—শ্বাতী আর শাশ্বতী। আভিজাত্য আর ধনরত্নের জৌলুষে বড় হ'য়ে উঠেছে তারা। শাশ্বতী একদিন নিজের মোটর নিয়ে গাঁয়ের আকাবাঁকা পথ অতিক্রম ক'রে এসে হাজির হলো যুগীপুকুরের মাসিমা থাকমণির কাছে। থাকমণি প্রথমটা না চিনতে পারলেও যখন চিনতে পারলেন, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। এখানেই শাশ্বতী প্রথম দেখলো তার মাসতুতো ভাই ব্রজসুন্দরকে। আরও একজনকে সে দেখলো, তার নাম সুমন্ত; শাশ্বতীর আগ্রহ দেখা গেল সেই অভদ্র, একরোখা সুমন্তের পরিচয় জানবার জন্যে। থাকমণি ব'ল্লেন—সুমন্ত রায়, শাশ্বতীর মেসোমশায়ের ভাইপো আর বাড়ীর অপর অংশের মালিক। এদিকে বোকা, ক্যাবলা ব্রজসুন্দর তখন গ্রামের কৌতূহলী জনতার কাছে তার শিক্ষিতা আধুনিকা বোন শাশ্বতীর পরিচয় দিতে ব্যস্ত।

গ্রামের সরলা মেয়ে রাজলক্ষ্মীর ভালোবাসা কচি সবুজলতার মত জড়িয়েছিলো সুমন্তকে। সুমন্তও কল্পনা করেছিলো একদিন রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে সে গড়ে তুলবে ছোট্ট একখানি সুখের নীড়; আশা করেছিলো রাজলক্ষ্মীকে বধূরূপে বরণ ক'রে নেবে সে, কিন্তু সে আশা, সে কল্পনা, কল্পনাই র'য়ে গেলো বুঝি···

গ্রামের সরল পরিবেশের মধ্যে শাশ্বতী খুঁজে পেলো নতুন প্রাণের স্পন্দন, আর সে স্পন্দন—সুন্দর, সুঠামদেহী সুমন্তকে কেন্দ্র করেই কিন্তু সুমন্তর দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার গুরুভার নিয়ে শাশ্বতী আবার ফিরে এলো বালিগঞ্জের সেই আভিজাত্যের ছায়ায়। কিন্তু এও ভালো লাগে না শাশ্বতীর। মা মিসেস কেটি (কাত্যায়ণী) শাশ্বতীর এই হেঁয়ালী আর উন্মনা ভাব দেখে চিন্তিত হ'য়ে পড়েন।

ওদিকে শাশ্বতীর দিদি শ্বাতী তখন বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার স্বজিত সোমের প্রেমে মশগুল। মিষ্টার বোস কিন্তু শ্বাতী আর মিষ্টার সোমের মেলামেশাকে ভালচক্ষে দেখলেন না, তাই স্বজিত সোমের প্ররোচনায় শেষ পর্য্যন্ত শ্বাতী তার সঙ্গে পালিয়ে গেলো শিলিগুড়ির পথে। শ্বাতীর জীবনে কুচক্রী স্বজিত সোম এলো মুখোস প'রে।

ওদিকে সুমন্তের জীবনে হঠাৎ ধুমকেতুর মত উদয় হ'লো কৃত্রিম স্বদেশ সেবায় কৃতসঙ্কল্পের ছদ্মবেশে স্বার্থপর অমল। সুমন্তকেও প্রলুব্ধ ক'রে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেয় সে। রাজলক্ষ্মী সুমন্তের জীবন থেকে গ্রহচ্যুৎ তারকার মত ছিট্‌কে গেলো। আর তারই ফলে রাজলক্ষ্মীর দরিদ্র পিতা রাম বোস তার মেয়েকে দিলেন এক বৃদ্ধের হাতে; বিয়ে হ'লো রাজলক্ষ্মীর কিন্তু বিধাতার লিখন এড়াবে কে? রাজলক্ষ্মী সীমন্তের সিঁদুর মুছে একদিন বৈধব্যের করাল ছায়া নিয়ে ফিরে এলো বাবার কাছে।

সুমন্ত তখন দেশ সেবাব্রতী কর্মী। স্বার্থপর অমলের কৃত্রিম রক্তাক্ত পথকে মেনে নিলো না সুমন্ত। সে দেখলো এতগুলো লোকের জীবনের বিনিময়ে এই ক্ষুদ্র স্বার্থের মুল্য কতটুকু? সুমন্ত স'রে দাঁড়ালো অমলের পথ থেকে। অমল ভয় দেখিয়ে কার্য্যসিদ্ধি ক'রতে গেলো কিন্তু এরই মধ্যে সুমন্ত পুলিশের নজরে পড়ে গেল। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সুমন্ত লুকিয়ে রইলো।

রাজলক্ষ্মীর কোমল হৃদয়ে যে একদিন দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলো সেই সুমন্ত আজ ফেরারী আসামী? কী পেলো রাজলক্ষ্মী তার বঞ্চিত জীবনের বিনিময়ে? সন্ধ্যাপ্রদীপ জেলে দিয়ে গাঁয়ের সরলা মেয়ে রাজলক্ষ্মী সজল নয়নে কী প্রার্থনা ক'রছিলো?

আর বালীগঞ্জের অভিজাত্যে লালিতা আধুনিকা শাশ্বতী? সে কী সেই আভিজাত্য ফেলে ছুটে এসেছিলো সুমন্তের কাছে? সন্ধান কী পেয়েছিলো সুমন্তের?...

সঙ্গীতাংশ

সুমন্তর গান

অনুরাগে রাঙাতে আমারে
চুপি চুপি এলো কে হৃদয় দ্বারে
মনে মনে শিহর লাগায়ে
সুরে সুরে দিল কে জাগায়ে
জীবনের নীরব বীণারে॥

ফুলবনে নয়ন মেলিয়া
হেসে বলে চামেলী কলিয়া॥
অনুভবে জনমে জনমে
যে ছিলগো আমারি মরমে॥
ধরা দিল বুঝি সে এবারে।

সুমন্তর গান

সখী, হৃদয়ে যে প্রেমের বীজ বপন করেছিলাম,
তার অঙ্কুর মাত্র হয়েই রইল,
যুগল পল্লব হ'ল না,
এখন সে অঙ্কুর বুঝি শুকায়ে যায়,
ওই বিরহ ভানুর প্রখর তাপে,
প্রেমকী অঙ্কুর জাত আত ভেল,
না ভেল যুগল পলাশা,
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যায়সে যামিনী,
সুল নাবন্তে গেয় নৈরাশা,
বঞ্চিতা হলেম গো, কৃষ্ণসুখে,
আশা মিটল না গো, শুধু নাম হ'ল শ্যাম কলঙ্কিনী,
পাপ পরাণ মম আন নাহি জানত,
কানু কানু করি ঝুর,
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে সখী,
আমি আগে তাত জানতেম না,
কৃষ্ণ প্রেমে এত জ্বালা।

স্বাতীর গান

কোন সে দেশে,
ধায় রে ভেসে
গানের পাখী
ছুরে কোথায়
তারে যে হায়
বল, কে নেবে ডাকি!
বল, কে নেবে ডাকি।
অচিনপুরের রূপকথায়,
সেই স্বপ্নে দেখা রাজকুমার।
তার জীবনে
আজ গোপনে
দিল সাড়া কি?

তাই কি লতা ফুল জাগায়
আর দক্ষিণা বায় ঢেউ লাগায়
অনুরাগের এই দোলায়
হায় চাঁদের আলো মন ভোলায়
সেই অজানা
তার ঠিকানা
জানাবে নাকি ?

শাশ্বতীর গান

মানুষের পূজা চিরদিন চায়
পাষাণে জাগাতে প্রাণ,
তারি বুকে তবু কেঁদে মরে তায়
লাঞ্ছিত ভগবান ॥
দেউলে সে জ্বালে দ্বীপ শত শত
ভোগের অর্ঘ্য সাজায় নিয়ত ।
পথে পথে তবু ক্ষুধিত দেবতা
হয়ে থাকে ম্রিয়মাণ ॥
হায়রে অন্ধ কে পারে তোমার
পুরাতে মনস্কাম ।
এ ভুবনে যদি হৃদয়ের কাছে
হৃদয় না পেলো দাম ।
যেথা আছে প্রেম, আছে সমব্যথা
স্নেহ, সেবা আর করুণা মমতা
সেথা নারায়ণ, মুখর যেথায়
জীবনের জয়গান ।

সুমন্তর গান

আমি, না বুঝে ঘর বেঁধেছিলাম
চোরা বালুর চরে ।
আমার, এতদিনে ভাঙ্গলো সে ভুল
সব হারাবার পরে ।
ওরে চোখের জলে হায়
নালিশ জানাব কোথায় ।
আজ বিদায় নিয়ে যাই চলেরে
তাইতো দেশান্তরে ॥

শাশ্বতীর গান

যেদিন জীবন কুঞ্জবনে
ফাগুন এলো দেখে
প্রথম কলি চাইলো আমার
পাতার আড়াল থেকে ।
ভাবিনি হায় আঁখিজলে
কোনদিনও ধূলিতলে
সে যে আবার অসময়ে
ঝরবে ব্যথা ভরে
আজ বিদায় বেলার গন্ধ যে তার
আমায় উদাস করে ।
আমার এতদিনে ভাঙ্গলো সে ভুল
সব হারাবার পরে ।

চরিত্র-চিত্রণে ঃ

সুচিত্রা সেন — মলিনা দেবী
ছায়া দেবী — সবিতা চ্যাটার্জ্জী
সুমনা ভট্টাচার্য্য

★

উত্তমকুমার — ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
ছবি বিশ্বাস — শিশির বটব্যাল
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় — তুলসী চক্রবর্ত্তী
সুশীল রায় — ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী
সুনীল মুখার্জ্জী ও আরও অনেকে।

শ্রীলেখা পিক্‌চার্সের পক্ষ হইতে শ্রীরঞ্জিতকুমার মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং
শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ হইতে মুদ্রিত